

সূরা আল ক্বামার-মাক্কী

আয়াত : ৫৫

রুকু' : ৩

নামকরণ

‘ক্বামার’ অর্থ চাঁদ। সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটি আছে। সে হিসেবে এর নামকরণ হয়েছে—‘আল ক্বামার’। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে ‘ক্বামার’ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

নাখিলের সময়কাল

মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরদের সর্বসম্মত মতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা হিজরতের পাঁচ বছর আগে মক্কার ‘মিনা’ নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো। এ থেকেই এ সূরার নাখিলকাল নির্ধারিত হয়ে যায়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কাফিরদেরকে তাদের হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করা এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আগেকার সূরা আন নাজ্জেমের শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। এ সূরায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখানোর মাধ্যমে তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

কিয়ামত-এর সবচেয়ে বড় আলামত বা নিদর্শন হলো শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই আংগুলের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখানো ঘারা বুঝানো হয়েছে, মহাবিশ্বের এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। বরং তা একদিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, যেমন চাঁদ-এর মতো একটি উপগ্রহ দুখণ্ড হয়ে এক খণ্ড পাহাড়ের এক পাশে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের অপর পাশে পড়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমেই ইংগীত করা হয়েছে যে, চাঁদ দুখণ্ড হওয়ার মাধ্যমে কিয়ামতের সূচনা হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এ ঘটনার প্রতি ইংগীত করে ইরশাদ করেছেন—“তোমরা এ ঘটনা দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কিন্তু কাফিররা ‘যাদু’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো এবং নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকলো। তাদের এ হঠকারিতায় তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব লোক আল্লাহর নিদর্শন চোখে দেখেও তাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না। এরা ইতিহাস থেকে যেমন শিক্ষা গ্রহণ করে না, তেমনি কোনো যুক্তিও মানতে চায় না। তবে তারা সেদিনই কিয়ামত আসার ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করবে, যেদিন কিয়ামত তাদের সামনে এসে পড়বে এবং তারা মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

অতপর অতীতের বিধ্বস্ত জাতি কাওমে নূহ, কাওমে আদ, সামুদ, লূত-এর সম্প্রদায় এবং ফিরআউনের অনুসারীদের উদাহরণ পেশ করে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসব জাতি যেমন আদ্বাহ ও রাসুলের অবাধ্য হয়ে এ দুনিয়াতেই আদ্বাহর আযাবে নিপতিত হয়েছে। তেমনি তোমরা যদি সেসব জাতির মত ও পথের অনুসারী হও তোমরাও দুনিয়াতেই আদ্বাহর আযাবে নিপতিত হবে। আর যদি তোমরা এসব জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক পথ অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের ওপর কখনো আযাব আসতে পারে না।

অতপর অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে মক্কার কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, যেসব কারণে অতীতের জাতি-গোষ্ঠীগুলো দুনিয়াতেই আযাবে নিপতিত হয়েছে, তোমরাও যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, তাহলে তোমাদের সাথেও একই আচরণ করা হবে। তোমাদের কাছে কি এমন কোনো সনদ আছে যে, তোমরা অন্যরা যেসব অপরাধ করে আযাবের উপভূক্ত হয়েছে সেসব অপরাধ করলেও তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না? তোমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির যতই বড়াই করো না কেনো, আদ্বাহর পাকড়াওর সামনে এরা মোটেই টিকে থাকতে পারবে না এবং তারা পালিয়ে বাঁচতে চাইবে। আর আখিরাতে তো তোমাদের সাথে এর চেয়ে আরো কঠোর আচরণ করা হবে।

অবশেষে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত-এর জন্য যে সময় নির্ধারিত আছে সেই নির্দিষ্ট সময়েই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এর জন্য আদ্বাহ তা'আলার কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। এর জন্য আদ্বাহর একটিমাত্র হুকুম-ই যথেষ্ট। কিয়ামতের ব্যাপারে কেউ অবিশ্বাস করলেই তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য নির্ধারিত সময় থেকে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসা যাবে না। একই ভাবে তোমরা কিয়ামত সংঘটিত হতে দেরী হচ্ছে দেখে তোমরাও বিদ্রোহ করো, তাহলেও তা এগিয়ে আসবে না, আবার কোনো কারণে তা পিছিয়েও যাবে না; বরং তোমরা নিজেদের বিদ্রোহের পরিণতি ভোগ করবে। আদ্বাহর নিকট মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি হচ্ছে। কোনো কাজ তা যত ছোটই হোক না কেনো, সেই তালিকা থেকে বাদ পড়ছে না। আর যারা কিয়ামত-এর কথা বিশ্বাস করে নিজের আমলকে শুধরে নেবে, তারা আদ্বাহর সান্নিধ্যে জান্নাতের সুখ-শান্তি উপভোগ করতে থাকবে।



রুক'-৩

৫৪. সূরা আল ক্বামার-মাকী

আয়াত-৫৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ② وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا

১. কিয়ামত নিকটে এসে গেছে আর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। ২. আর তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে—

①-اقْتَرَبَتِ-নিকটে এসে গেছে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; وَ-আর ; انْشَقَّ-দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ; الْقَمَرُ-চাঁদ। ②-وَ-আর ; يَرَوْا-তারা দেখে ; آيَةً-কোনো নিদর্শন ; يُعْرَضُوا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; وَ-এবং ; يَقُولُوا-বলে ;

১. ইতিপূর্বেকার সূরায় বলা হয়েছে যে, আগমনকারী মুহূর্ত (কিয়ামত) নিকটবর্তী হয়েছে। এ সূরার প্রথমেই সেই কথাকে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে—“কিয়ামত নিকটে এসে গেছে।” আর তার প্রমাণ হিসেবে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কিয়ামত হওয়াকে যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্বজগতের একটি অংশ চাঁদ দুখণ্ড হওয়া দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। চাঁদের মতো অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ এবং সৌরজগতের সবকিছুই এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এগুলোর কোনোটাই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়।

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা শুধু কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত নয়, বরং সহীহ হাদীসসমূহ থেকেও এটা প্রমাণিত। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনজন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষী দিয়েছেন। তাছাড়া আরো যেসব বর্ণনা এ সম্পর্কে রয়েছে, তাতে এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকে না।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার ‘মিনা’ নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে নবুওয়াতের সপক্ষে নিদর্শন দাবী করলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর আগে। সেদিন ছিলো চান্দ্রমাসের ১৪ তারিখের সন্ধ্যারাত্রি। সবেমাত্র চাঁদ উদিত হয়েছে। মুশরিকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা এ সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন। ইঠাৎ দেখা গেলো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে এবং অপর খণ্ড পশ্চিম দিকে চলে গেলো। আর উভয় খণ্ডের মাঝে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সা. উপস্থিত সবাইকে বললেন, দেখো এবং সাক্ষ্য দাও। উপস্থিত সবাই এ অসাধারণ ঘটনা সুস্পষ্টরূপে দেখলো। অতপর চাঁদের উভয় খণ্ড আবার একত্রিত হয়ে গেলো। কোনো দৃষ্টিবান লোকের পক্ষে এ ঘটনা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু কাফিররা বললো,

سَحَرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۖ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

(এটাতো) চিরাচরিত যাদু ১৩. আর তারা (সত্যকে) অস্বীকার করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে, অশচ প্রত্যেক বিষয়ই অবশেষে স্থিরকৃত হয় ১৪. আর নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে

مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مَزْجَرٌ ۖ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّارُ ۖ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

(অতীত জাতিসমূহের) এমন কিছু সংবাদ যাতে রয়েছে সতর্কবাণী ১৫. (তাতে আরো আছে) পরিপূর্ণ জ্ঞান, কিছু সে সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি ১৬. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন; ১৭

“سَحَرٌ”-(এটাতো) যাদু ; “مُسْتَمِرٌّ”-চিরাচরিত । ৩-আর ; “كَذَّبُوا”-তারা (সত্যকে)

অস্বীকার করছে ; “وَ”-এবং ; “اتَّبَعُوا”-অনুসরণ করছে ; “أَهْوَاءَهُمْ”-(আহো+হম)-নিজেদের

খেয়ালখুশীর ; “وَ”-অথচ ; “كُلُّ”-প্রত্যেক ; “أَمْرٍ”-বিষয়ই ; “مُسْتَقَرٌّ”-অবশেষে স্থিরকৃত

হয় । ৪-আর ; “لَقَدْ جَاءَهُمْ”-(ল+قد+জاء+হম)-নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে ;

“وَ”-আর ; “مِنْ”-এমন কিছু ; “الْأَنْبَاءِ”-সংবাদ ; “مَا فِيهِ”-যাতে রয়েছে ; “مَزْجَرٌ”-সতর্কবাণী । ৫

“فَمَا تُغْنِ”-(ফ+ما+تغن)-কিছু ; “بَالِغَةٌ”-পরিপূর্ণ ; “حِكْمَةٌ”-(তাতে আরো আছে) জ্ঞান

কোনো উপকারে আসেনি ; “النَّارُ”-সে সতর্কবাণী । ৬-“فَتَوَلَّ”-(ফ+تول)-অতএব আপনি

মুখ ফিরিয়ে নিন ; “عَنْهُمْ”-(عن+হম)-তাদের থেকে ;

মুহাম্মদ সা. আমাদের চোখে যাদু করেছে, তাই আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছে। তবে সারা বিশ্বের মানুষকে তো আর তিনি যাদু করতে পারবেন না। অতএব বাইরে থেকে কিছু লোকের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞেস করলো, তারা সকলে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিলো।

মুহাম্মদসীনে কিরামের অনেকের মতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া একদিকে রাসূলুল্লাহ সা. এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ, অন্যদিকে এটা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ারও প্রমাণ। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিয়েছেন, এ ঘটনা তার সত্যতার প্রমাণ। আল্লাহ তা‘আলা নিজেই আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁর রাসূলের প্রদত্ত খবরের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. চাঁদকে যে দু’খণ্ড করে দেখিয়েছেন তা অতীতের অনেক যাদুকরের তেলসমাতির মতই একটা যাদু—এটা ছিলো কান্ধিরদের মন্তব্য। তাদের ধারণা অতীতের যাদুকরদের যাদুর কোনো প্রভাব যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এটাও তেমনি অতীত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ আগে থেকে কান্ধিররা যেমন কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলো, তেমনি এ নিদর্শন

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ ۖ خَشَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَخَرَجُوا مِنَ الْآجِدَاتِ

যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান জানাবে এবং অস্বীকার বিষয়ের দিকে। ৭. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি অবনমিত অবস্থায় তারা কবরগুলো থেকে বের হয়ে আসবে,

- شَيْءٌ-যেদিন ; الدَّاعِ-আহ্বান জানাবে ; إِلَى-দিকে ; نَّكَرٍ-বিষয়ের ; خَشَعُوا-অবনমিত অবস্থায় থাকবে ; أَبْصَارَهُمْ-এক অস্বীকার। ৭. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি (অবসার+ম) থেকে ; خَرَجُوا-তারা বের হয়ে আসবে ; مِنَ-থেকে ; الْآجِدَاتِ-কবরগুলো থেকে ;

দেখেও তাদের বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন আসলো না। এর কারণ কিয়ামতকে বিশ্বাস করা তাদের খেলাল-খুশীর বিপরীত ছিলো।

৪. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর দাওয়াতকে তোমরা যে অবিশ্বাস করছো, তারও একটা চূড়ান্ত সমাধান আছে। তোমরা অবিশ্বাস করেই যাবে। আর তিনি দাওয়াত দিয়েই যেতে থাকবেন। এভাবে অনন্ত কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে—এমনটা হতে পারে না। তাঁর এবং তোমাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একদিন স্থির সিদ্ধান্ত হবে। সেদিন প্রমাণিত হবে—কারা সত্যের ওপর রয়েছে। আর সেদিনই সত্যপন্থীরা তাদের সত্যপথে থাকার সুফল এবং বাতিলপন্থীরা তাদের বাতিলের ওপর থাকার মন্দ ফল অবশ্যই লাভ করবে।

৫. অর্থাৎ হে নবী আপনি তাদেরকে তাদের হঠকারিতা নিয়ে থাকতে দিন। তাদেরকে অতীতের অবিশ্বাসী হঠকারী জাতিসমূহের পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ইতিহাস থেকে সেসব জাতির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। তারপরও তারা যদি তাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ না করে, তাহলে তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দেয়া ছাড়া আর কি-ইবা করা যেতে পারে? হাঁ, এরা তখনই আখিরাতকে বিশ্বাস করবে, যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে—আখিরাত সম্পর্কে তাদেরকে যেসব খবর দেয়া হচ্ছে, সে সবকিছু স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

৬. অর্থাৎ এমন বিষয় যা তাদের ধারণা কল্পনার বাইরে এবং সেসব বিষয় তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। তারা কোনোদিন কল্পনাও করেনি যে, তাদেরকে যা দুনিয়াতে বলা হয়েছিলো, তা হুবহু এমনভাবে সত্যে পরিণত হয়ে যাবে।

৭. অর্থাৎ কবর থেকে উঠে যখন তারা আখিরাতের কল্পনাভীত দৃশ্যাবলী বাস্তবে দেখবে, তখন তারা ভয়-ভীতি, লজ্জা-অপমান ও অনুশোচনায় মাথা নীচু করে রাখবে। তারা বুঝতে পারবে যে, এটাই তো সেই আখিরাত যার কথা নবী-রাসূলগণ এবং এদের অনুসারী মু'মিনরা তাদেরকে দুনিয়াতে বলেছিলেন যাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং সেসব কথাকে গাল-গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো।

৮. অর্থাৎ যে যেখানেই মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলো, তা মাটির গহ্বর হোক, নদী-সমুদ্রের

كَانَ هُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُونَ ۖ مَطِيعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا

যেন তারা বিকিষ্ট পঙ্গপাল। ৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে ভীত-সম্ভ্রান্ত অবস্থায় দৌড়রত থাকবে; কাম্বিররা (যারা ক্রিয়ামত অস্বীকারকারী) বলতে থাকবে—‘এটা তো

يَوْمَ عَسِرَ ۖ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ

বড় কঠিন একটি দিন। ৯. তাদের আগে নৃ-এর কাণ্ডমণ্ড অস্বীকার করেছিলো^১ এবং তারা আমার বান্নাহকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো আর বলেছিলো (এ ব্যক্তিতো) পাগল

وَأَزْجِرْ ۝۵۰ فَدَعَارِبِدَإِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ۝۵۱ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ

এবং তাকে হুমকী-ধমকীও দেয়া হয়েছিলো”। ১০ অবশেষে তিনি তার প্রতিশালককে ডেকে বলেছিলেন—‘আমি তো পরাজিত, স্বতঃএব আপনি প্রতিবিধান করুন’। ১১. তখন আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ

তার- مُهْطَعَيْنَ ⑦। বিক্ষিপ্ত-مُتَشَرٍّ; পঙ্গপাল-جَرَادٌ; যেন তারা (ক+ন+হম)-كَأَنَّهُمْ
- يَقُولُ; আত্মহানকারীর-الدَّاعِ; দিকে-إِلَى; সন্তুষ্ট অবস্থায় দৌড়াতে থাকবে;
বলতে থাকবে; الكَفْرُونَ-কাফিররা (যারা কিয়ামত অস্বীকারকারী); هَذَا-এটাতো;
قبل+)-قَبْلَهُمْ; অস্বীকার করেছিলো-كَذَّبَتْ ⑧। বড় কঠিন-عَسْرٌ; একটি দিন-يَوْمٌ
হম-তাদের আগে-قَوْمٌ; কওম-قَوْمٌ; এর-نُوحٍ-নূহ; এবং তারা (ফ+কذبوا)-فَكَذَّبُوا;
মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো; وآر-আর; (عبدنا)-عَبَدْنَا; আমাদের বান্দাহকে;
বলেছিলো; مَجْنُونٌ (এ ব্যক্তি তো) পাগল; وَ-এবং; أَزْجَرَ-তাকে হুমকী-ধমকীও
দেয়া হয়েছিলো। ⑩-فَدَعَا (ফ+দعا)-অবশেষে তিনি ডেকে বলেছিলেন;
رب+)-رَبِّهِ; (ف+انتصر)-فَانْتَصَرَ; পরাজিত-مَغْلُوبٌ; আমি তো-أَنَا; প্রতিপালককে-
অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন। ⑪-فَفَتَحْنَا (ফ+فتحنا)-তখন আমি খুলে
দিলাম; السَّمَاءِ-দরজাসমূহ; ابْوَابٍ

তলদেশ হোক অথবা কোনো জীব-জন্তুর উদর হোক, তার দেহাবশেষ মাটির যে স্তরেই মিশে গিয়ে থাকুক না কেনো, সে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৯. অর্থাৎ নূহ আ.-এর জাতিও অবিশ্বাস করে ছিলো আখিরাতকে। তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা, সেখানে সফলতা লাভের জন্য এখানে করণীয় ও বর্জনীয় কাজগুলো কি কি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে নূহ আ. যেসব শিক্ষা প্রচার করেছিলেন, তা সবই তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো।

১০. অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র নিজেরা অমান্য-অস্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং তারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে পাগল আখ্যায়িত করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে, তিরস্কার করে,

يَمَاءٍ مِنْهُمْ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۚ

মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ১২. আর যমীনকে ফোয়ারায় রূপান্তরিত করে দিলাম^{১১} ; ফলে (আসমান ও যমীনের) পানি মিলিত হলো এমন এক ব্যাপারে যা আগেই নির্ধারিত ছিলো।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدُسِّرَ ۖ تَجَرَّىٰ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءٌ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۚ

১৩. আর তাঁকে (নূহকে) আমি আরোহণ করিয়ে দিলাম কাঠের ফালি ও পেরেক বিশিষ্ট নৌয়ানে^{১২}। ১৪. যা চলতো আমার তত্ত্বাবধানে ; (এটা) সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধস্বরূপ ছিলো যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো।^{১৩}

- فَجَّرْنَا ; আর ১২) ۖ - মুঘলধারে ; বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে (ب+ماء) - (يَمَاءٍ) - (ف+) - فَالْتَقَى ; ফোয়ারায় ; যমীনকে - الْأَرْضَ ; রূপান্তরিত করে দিলাম ; - عَلَى أَمْرٍ - এমন এক ব্যাপারে ; - قَدْ قُدِرَ - যা আগেই নির্ধারিত ছিলো ১৩) ۚ - (حَمَلْنَا+) - (وَحَمَلْنَاهُ) - (ب+اعين+نا) - بِأَعْيُنِنَا ; যা চলতো ১৪) ۖ - (وَدُسِّرَ) - (و-) - (كَانَ) - অস্বীকার করা হয়েছিলো ; - جَزَاءٌ ; (এটা) প্রতিশোধ স্বরূপ ; - لِّمَن - সে ব্যক্তির ;

দীনের শিক্ষা প্রচার-প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। নবীকে হুমকী ধমকী দিয়ে এবং অবশেষে তাঁর জীবনের ভয় দেখিয়ে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছে। তারা তাঁকে এমন কথাও বলেছে যে, আপনি যদি দীন প্রচার-প্রসারের কাজ থেকে বিরত না হন, তাহলে আমরা আপনাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলবো।

মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত—নূহ আ.-এর লোকেরা তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও সাক্ষাত পেলে তারা তাঁর গলা চেপে ধরতো। ফলে তিনি হুশ হারিয়ে ফেলতেন। অতপর হুশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করতেন—“আল্লাহ আমার জাতির অপরাধ ক্ষমা করে দিন, তারা অজ্ঞ। এভাবে তিনি সাড়ে নয়শত বছর তাদের নির্যাতনের জবাবে তাদের জন্য দোয়া করেছেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি তাদের জন্য বদ দোয়া করেন, ফলে পুরো জাতি-ই মহাপ্লাবণে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে অসংখ্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছে, যা থেকে অনর্গল পানি উপচে পড়ছে।

১২. অর্থাৎ আসমান থেকে বর্ষিত পানি এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপচে পড়া পানি মিলিত হয়ে ‘কাওমে নূহ’কে ডুবিয়ে মারার পূর্ব-নির্ধারিত আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করলো। আমি নূহ আ. এবং তাঁর অনুসারী মু’মিনদেরকে কাঠের তক্তা ও পেরেক

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ ১৬ ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾ ১৫

১৫. আর নিঃসন্দেহে আমি তাকে একটি নিদর্শনস্বরূপ রেখে দিয়েছি^{১৫}, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

১৬. অতপর (দেখো), কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব এবং ভীতি প্রদর্শন !

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ ১৭ ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ﴾ ১৮

১৭. আর নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য^{১৭} অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ? ১৮. 'আদ' জাতিও অস্বীকার করেছিলো (তাদের নবীকে), অতপর কেমন (কঠোর) ছিলো

১৫-আর ; وَلَقَدْ-নিঃসন্দেহের আমি তাকে রেখে দিয়েছি ; (ل+قد+تركنا+ها)-তাকে রেখে দিয়েছি ; آيَةً-একটি নিদর্শন স্বরূপ ; فَهَلْ-অতএব আছে কি ; مِنْ-কোনো ; مُدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী ; ১৬-কিভাবে ; فَكَيْفَ-অতপর (দেখো) কেমন (কঠোর) ; كَانَ-ছিলো ; ১৭-আর ; وَلَقَدْ-নিঃসন্দেহের আমি তাকে সহজ করে দিয়েছি ; الْقُرْآنَ-কুরআনকে ; (ل+قد+يسرنا)-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ; يَسَّرْنَا-কুরআনকে ; مِنْ-কোনো ; فَهَلْ-অতএব আছে কি ; (ل+ال+ذكر)-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণকারী ; ১৮-কিভাবে ; كَذَّبَتْ-অস্বীকার করেছিলো (তাদের নবীকে) ; عَادٌ-আদ জাতিও ; فَكَيْفَ-অতপর কেমন (কঠোর) ; كَانَ-ছিলো ;

সম্বলিত নৌযানে আরোহণ করিয়ে বাঁচিয়ে রাখলাম। অবিশ্বাসী জাতির কেউ পাহাড়ে উঠেও রক্ষা পেল না।

১৩. অর্থাৎ আমার নবী নূহ আ.-কে মেনে নিতে অস্বীকার করার কারণেই সেই জাতির উপর প্রতিশোধ স্বরূপ তাদেরকে সমূলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো।

১৪. অর্থাৎ নূহ আ.-এর তৈরী জাহাজকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি। যাতে করে মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহর নাক্ষত্রমানদের পরিণতি দুনিয়াতেই কেমন হতে পারে। আর আখিরাতের অনন্ত জীবনের শাস্তি তো তৈরী করেই রাখা হয়েছে। আর মু'মিনদেরকে আল্লাহ কিভাবে রক্ষা করেন, সে শিক্ষাও এ থেকে মানুষ পেতে পারে।

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন ইরাক ও আল জাযিরা জয় করে তখন জুদী-পাহাড়ের ওপর নূহ আ.-এর জাহাজ দেখেছিলেন। বর্তমান কালেও বিমান ভ্রমণের সময় সেই অঞ্চলের একটি পর্বত শীর্ষে জাহাজের মতো একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়, যাকে নূহ আ.-এর জাহাজ বলে সন্দেহ করা হয়।

১৫. কুরআনকে সহজ করে দেয়ার দুটো অর্থ হতে পারে—(এক) কুরআন বুঝা এবং তার উপদেশ অনুযায়ী জীবন গড়া সহজ। কুরআনের বিধানগুলো মানুষের স্বভাব

عَنْ أَبِي وَنَذُرٍ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝

আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী ? ১৯. নিশ্চয়ই আমি তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম এবং প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস এক চির অশুভ দিনে ;

- ارْسَلْنَا -নিশ্চয়ই আমি ; وَنَذُرٍ -সতর্কবাণী ; وَ-ও ; عَنْ أَبِي -আমার শাস্তি ; فِي -
পাঠিয়েছিলাম ; عَلَيْهِمْ -তাদের ওপর ; رِيحًا -এক বাতাস ; صَرْصَرًا -প্রচণ্ড ঝড়ো ; نَحْسٍ -
চির ; مُّسْتَمِرٍّ -অশুভ ; يَوْمٍ -এক দিনে ।

সম্মত । এ বিধান অনুসারে চলা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় । যে কোনো মানুষ বিদ্যমান উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সহজেই কুরআন বুঝতে পারে এবং সহজেই তা মেনে চলতে পারে । এ কুরআন থেকে বড় বড় আলেম ও দার্শনিক যেমন কল্যাণ সহজে লাভ করতে পারে তেমনই অক্ষর জ্ঞানহীন মূর্খ লোকও এ কুরআনের শিক্ষা শুনে শুনে অনুসরণ করতে পারে এবং নিজের জীবনকে সুন্দর করতে পারে । (দুই) কুরআন হিফয করা বা মুখস্ত করার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে । ইতিপূর্বকাল আসমানী কিতাবগুলোর কোনোটাই মানুষের মুখস্ত ছিলো না । আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে হিফয করা সহজ করে দিয়েছেন । তাই দেখা যায় কচি কচি বালক-বালিকারাও কুরআন মুখস্ত করতে পারে এবং তাতে একটি যের-যবরও ভুল হয় না । চৌদ্দশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ হাফেজের বুকে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত আছে এবং এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ ।

১৬. অর্থাৎ যেদিন এ ঝড়ুণাবায়ু শুরু হয়েছিলো এবং একাধারে সাত রাত ও আট দিন চলছিলো । সেই দিনটা ছিলো বুধবার । সে দিনটাতে আদ সম্প্রদায়ের ওপর এক অশুভ বিপদ আপতিত হয়েছিলো । আর এ জন্য দিনটাকে তাদের জন্য 'অশুভ দিন' বলা হয়েছে । মূলত কোনো দিন বা সময় শুভ বা অশুভ বলতে কিছুই নেই ।

আল্লামা আলুসী র.-এর মতে, সবদিন সমান । বুধবারকে অশুভ মনে করার কোনো কারণ নেই । রাত ও দিনের যে কোনো মুহূর্তই কারো জন্য কল্যাণকর । আবার কারো জন্য অকল্যাণকর । আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্তে কারো জন্য, অনুকূল এবং কারো জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন ।

কিছু সংখ্যক হাদীসে বুধবার দিনটাকে অশুভ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসগুলোকে দুর্বল ও জাল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন । সুতরাং এসব হাদীস বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না ।

আল্লামা মুনাজ্জী বলেন—অশুভ লক্ষণ সূচক মনে করে বুধবারকে পরিত্যাগ করা এবং জ্যোতিষ মতে বিশ্বাস পোষণ করা কঠোরভাবে হারাম । কারণ সব দিনের স্রষ্টা আল্লাহ । দিন হিসেবে কোনো দিনই কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করতে পারে না ।

﴿٢٠﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢١﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

২০. তা মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিলো যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।

২১. অতপর (দেখো) কেমন ছিলো আমার আযাব ও সতর্কবাণী ?

﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُرِهِيَ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ

২২. আর নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

﴿٢٠﴾-তা উপড়ে ফেলেছিলো ; النَّاسَ-মানুষকে ; كَأَنَّهُمْ-(কান+হম)-যেন তারা ;
 ﴿٢١﴾-অতপর (ফ+কিফ)-فَكَيْفَ ; مُنْقَعِرٍ-উৎপাটিত ; أَعْجَازُ-কাণ্ড ;
 (দেখো) কেমন ; كَانَ-ছিলো ; عَذَابِي-(এজাব+ই)-আমার আযাব ; وَ-ও ;
 نُذُرِ-সতর্কবাণী । ﴿٢٢﴾-আর ; الْقُرْآنَ-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ;
 الْيُسْرَى-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; فَهَلْ-(ফ+হল)-অতএব আছে কি ;
 مِنْ-কোনো ; مُدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী ।

১ম রুকু' (১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে, তার প্রমাণ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া।
২. চাঁদের মতো একটি বিশাল উপগ্রহ যেমন দু'খণ্ড হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। তেমনি ঊর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্রগুলোও বিদীর্ণ হয়ে বিশ্ব-জগতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে।
৩. চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতের সত্যতারও প্রমাণ। কেননা তিনি যেসব সন্বাদ দিয়েছেন, এ অলৌকিক ঘটনাই তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।
৪. প্রত্যেক বিষয়েরই একটি চূড়ান্ত পরিণতি আছে। সুতরাং সত্যের প্রতি রাসূলের আহ্বান এবং কাফিরদের সত্য-অস্বীকৃতিরও একটি চূড়ান্ত পরিণতি আছে এবং তা একদিন প্রকাশিত হবেই— এতে কোনো সন্দেহ নেই।
৫. আগেকার অবাধ্য জাতিগুলোর পরিণতি থেকে পরবর্তী কালের লোকদের অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
৬. অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যুক্তি-প্রমাণ-ই আল কুরআনে বিদ্যমান আছে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে না।
৭. আল কুরআনের যুক্তি-প্রমাণ ও সাবধানবাণী থেকে যারা উপকার লাভ করতে ব্যর্থ হয় এবং এ থেকে উপকৃত হতে রাজী নয়, তাদের পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।
৮. কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা ইসরাফিলের শিঙ্গার শব্দে কবরগুলো থেকে মাথা নিচু করে পঙ্গপালের মতো বের হয়ে আসবে।

৯. অবিশ্বাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কিয়ামতের দিন দৌড়রত থাকবে। সেদিন তারা নবী-রাসূলদের কথার সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে। কিন্তু তখন তো আর তাদের বিশ্বাস ও কর্ম শুধরে নেয়ার সুযোগ থাকবে না।

১০. নূহ আ.-এর জাতি-ও তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে পাগল আখ্যা দিয়েছিলো। তারা তাঁকে মেরে ফেলার হুমকী দিয়ে দীনের দাওয়াতকে বন্ধ করতে চেয়েছিলো। পরিণামে তারাই সবংশে ডুবে মরেছিলো।

১১. আল্লাহ তাঁর নবী নূহ আ. ও তাঁর অনুসারী মু'মিনদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর মু'মিন বান্দাহদেরকে একইভাবে রক্ষা করেন।

১২. আল্লাহ তা'আলা নূহ আ.এর জাতিকে তাঁর প্রিয় বান্দাহ নূহ আ.-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, তাঁকে 'পাগল' বলে উপহাস করা এবং তাঁর ওপর হুমকী ধমকীর মাধ্যমে যুলুম-নির্যাতন করার ফলেই সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

১৩. পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখা যায়। এসব নিদর্শনাবলী দেখার পর কেবলমাত্র মূর্খরাই হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৪. আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে এবং আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের বাণীর মর্ম উপলব্ধি করে তা থেকে জীবনের আলো লাভ করার জন্য তিনি আল কুরআনকে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন না বুঝার অক্ষমতার অজুহাত আল্লাহর দরবারে কোনোক্রমেই গৃহীত হবে না।

১৫. আল কুরআনকে হিফাযতের লক্ষ্যে সহজে মুখস্ত করার জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। তাই আজ পৃথিবীতে অগণিত কুরআনের হাফেজ দেখা যায়। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ জারী রাখবেন।

১৬. অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া 'আদ জাতিও আল্লাহর নবী এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। পরিণতিতে ঝঞ্ঝাবায়ুর তাণ্ডবে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

১৭. আল্লাহর শান্তি অত্যন্ত কঠোর। এ শান্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর পদাংক অনুসরণ করে চলা।

১৮. আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের পদাংক অনুসরণের জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-১৮

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۚ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا أَتَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ ۚ

২৩. সামূদ জাতিও সতর্ককারী (নবী)দেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। ২৪. তখন তারা বলেছিলো—আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন মানুষকে এককভাবে মেনে চলবো? তাহলে তো আমরা তখন পড়ে যাবো গুমরাহীতে এবং

سُعْرَاءَ ۚ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ۖ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ۚ سَيَعْلَمُونَ

পাগলামীতে। ২৫. তবে কি আমাদের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র তার ওপরই ওহী নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন ডাहा মিথ্যাবাদী—অহংকারী লোক। ২৬. তারা জানতে পারবে—

২৩-(ব+আল+নুذر)-সামূদ জাতিও ; -ثَمُودُ-সামূদ জাতিও ; -كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো ;
 ২৪-(+)-আবশ্রা ; -فَقَالُوا-(ফ+আলো)-তখন তারা বলেছিলো ;
 ২৫-(+)-আল্ফী ; -سُعْرَاءَ-পাগলামীতে ; -و-এবং ; -كَذَّابٌ-অহংকারী ;
 ২৬-সেই আল্ফী ; -أَلْقَى-তার ওপরই ; -الذِّكْرُ-ওহী ; -مِنْ بَيْنِنَا-আমাদের মধ্যে ;
 ২৭-সেই আল্ফী ; -سَيَعْلَمُونَ-তারা শীঘ্রই জানতে পারবে ;

১৭. অর্থাৎ সামূদ জাতি সালেহ আ.-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে একথা বলে আপত্তি তুলেছিলো যে, তিনি তো আমাদের মধ্যকার একজন মানুষ। তিনি মানব-সত্তার উর্ধ্বে নন। তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের বাইরের কোনো ব্যক্তি নন। তাছাড়া তাঁর সাথে কোনো লোক-লঙ্কর, সৈন্য-সামন্ত, দল-বল কিছুই নেই। এমন একক একজন মানুষের আনুগত্য-অনুসরণ করলে সঠিক পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়বো এবং আমাদের বোকামীর পরিচয় হবে। অতএব আমরা তাঁর (সালেহ-এর) কথা মেনে চলতে পারি না।

তাদের ধারণা ছিলো—যিনি নবী হবেন, তিনি মানুষ হবেন না, তাঁকে আসমান থেকে পাঠানো হবে, তাঁর সাথে লোক-লঙ্কর থাকবে, দলবল ও ঝাঁকজমক সহকারে তিনি আসবেন। তখন সবাই তাঁকে নবী হিসেবে বরণ করে নেবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে।

মক্কার কুরাইশ কাফিরদের ধারণাও একই ছিলো, ফলে তারাও একই মূর্খতাসূলভ অজুহাতে মুহাম্মদ সা.-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো। আর তাই,

غَدَا مِي الْكَذَّابُ الْآشِرُ ۙ إِنَّا مَرْسَلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَ

আগামীকাল—কে ডাহা মিথ্যাবাদী অহংকারী। ২৭. আমি অবশ্যই তাদের পরীক্ষা স্বরূপ একটি উটনী পাঠাচ্ছি, অতএব আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করুন এবং

اصْطَبِرْ ۚ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَضَرٌ ۚ فَنَادَوْا

ধৈর্যধারণ করুন। ২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, পানি (এখন) তাদের মধ্যে পালা করে দেয়া হলো; প্রত্যেকেই (তার) পানি পানের পালার দিন হাজির হবে। ২৯. অতপর তারা ডাকলো

صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

তাদের এক সাথীকে, তখন সে হস্তক্ষেপ করলো এবং সে (উটনীকে) আঘাত করে মেরে ফেললো। ৩০. অতএব (দেখো) কেমন ছিলো আমার আযাব ও সতর্কবাণীসমূহ। ৩১. আমি তাদের ওপর পাঠালাম।

اِنَّ الْكَذَّابُ-ডাহা মিথ্যাবাদী ; الْآشِرُ-অহংকারী ; ২৭. -আগামীকাল ; غَدَا -
আমি অবশ্যই ; مَرْسَلُوا-পাঠাচ্ছি ; النَّاقَةُ-একটি উটনী ; فِتْنَةً-পরীক্ষা স্বরূপ ; لَهُمْ -
তাদের ; وَ-এবং ; اَرْتَبِعْهُمْ-অতএব আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করুন ; فَارْتَبِعْهُمْ-
তাদেরকে জানিয়ে দিন ; وَ-আর ; نَبِّئْهُمْ-(নবী+হম)-তাদেরকে ; اَصْطَبِرْ-
তাদের মধ্যে ; بَيْنَهُمْ-(বিন+হম)-তাদের ; قِسْمَةٌ-পালা করে দেয়া হলো ; الْمَاءُ-পানি ;
মধ্যে ; شَرْبٍ-(তার) পানি পানের পালার দিন ; مُحْتَضَرٌ-হাজির হবে ;
তাদের ; صَاحِبَهُمْ-(সাহব+হম)-তাদের ; فَتَعَاطَى-তখন সে হস্তক্ষেপ করলো ;
এক সাথীকে ; فَعَقَرَ-(ফ+একর)-এবং সে (উটনীকে) আঘাত করে মেরে ফেললো ;
-ফ+কিফ-কিফ ; فَكَيفَ-কিফ ; ৩০. -অতএব (দেখো) কেমন ; عَذَابِي-আমার আযাব ;
ও ; وَ-ও ; نُذْرٍ-সতর্কবাণীসমূহ ; ৩১. -আমি ; اَرْسَلْنَا-পাঠালাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ;

তাদেরকে সামুদ জাতির—তাদের নবীর সাথে তাদের আচরণ সম্পর্কিত ঘটনা শুনিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা হয়েছে

১৮. ‘কায্বাব’ অর্থ ডাহা মিথ্যাবাদী, আর ‘আশির’ অর্থ গর্ব-অহকারে সীমালংঘনকারী। ‘সামুদ’ জাতি সালেহ আ.-কে উপরোক্ত কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

১৯. ‘ফিতনা’ অর্থ পরীক্ষা। একটি উটনীকে পরীক্ষাস্বরূপ পাঠানোর অর্থ এই যে, সামান্য একটি উটনীকে পানি পানের পালায় তাদের সমান গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ জারী

صِيحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝٢٥ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

একটিমাত্র বিকট ধ্বনি, তখন তারা খোয়াড়-মালিকের শুষ্ক-পদদলিত ঝড়ের মতো হয়ে গেলো। ২৫. আর নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য-

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝٢٦ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي ۝٢٧ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا

অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ২৬. লুতের সম্প্রদায়-ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো সতর্ককারীদেরকে; ২৭. আমিই তাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস পাঠিয়েছিলাম-

صِيحَةً-বিকট ধ্বনি; وَاحِدَةً-একটিমাত্র; فَكَانُوا-(ফ+কানُوا)-তখন তারা হয়ে গেলো; ২৫. وَ-وَ ২৫. الْمُحْتَظِرِ-খোয়াড় মালিকের। ২৫. (ك+هشيم)-শুষ্ক-পদদলিত ঝড়ের মতো; الْقُرْآنَ-কুরআনকে; يَسَّرْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি; الذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য; فَهَلْ-(ফ+হল)-অতএব আছে কি; مُدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী। ২৬. كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; قَوْمُ-সম্প্রদায়ও; لُوطٍ-লুতের; بِالَّذِي-(ব+আল+নذر)-সতর্ককারীদেরকে। ২৭. إِنَّا-আমি-ই; أَرْسَلْنَا-আমি-ই; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর; حَاصِبًا-পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস;

করা। তা-ও আবার এমন ব্যক্তি কর্তৃক এ নির্দেশ দান যাকে তারা দলবলহীন ও নিঃসম্মল একক একজন মানুষ হিসেবেই মনে করে। তাছাড়া এ লোকটিকে তারা ডাहा মিথ্যাবাদী ও দাষ্টিক বলে অমান্য করে আসছে। এ নির্দেশ মেনে নেয়াটা তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার-ই বটে। আর সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা উটনীকে তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

২০. 'সামূদ' জাতি উটনীকে সহ্য করতে পারছিলো না। একে তো কূপের পানিতে উটনীটি তাদের সমান অংশ অধিকার করে রেখেছিলো। অপর দিকে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে উটনীটির আবির্ভাব হয়েছে, যাকে তারা অস্বীকার-অমান্য করে আসছিলো। কিন্তু তারা উটনীটির দৌরাখ্য সত্ত্বেও তার ওপর আঘাত করতে ভয় পাচ্ছিলো। কারণ তারা মনে মনে ভাবছিলো যে, এর পেছনে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে। তাই উটনীটিকে আঘাত করতে তারা সাহস পাচ্ছিলো না। অবশেষে তারা তাদের মধ্যকার দুঃসাহসী, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী লোকটিকে এ জঘন্য কাজে নিয়োজিত করেছে। সে লোকটি উটনীটিকে হত্যা করে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করলো।

২১. অর্থাৎ গৃহপালিত পশুর খোয়াড়-মালিকেরা যেমন খোয়াড়ের পশুর জন্য শুষ্ক ঝড়, কাঠ ও বাঁশ ব্যবহার করে আর পশুর পায়ে পিষ্ট হয়ে সেসব দ্রব্যাদি গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়, সামূদ জাতির লোকগুলোকেও আল্লাহ তা'আলা খোয়াড়ের পদদলিত ঝড়-কুটোর সাথে তুলনা করেছেন।

إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُ بِسَحْرِ ۖ نِعْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا ۚ كُنَّا لِكَرْبِئِيٍّ مِّنْ شَرِّ

লূত-এর পরিবার ছাড়া ; আমি তাদেরকে রাতের শেষভাগে রক্ষা করেছিলাম । ৩৫.—আমার পক্ষ থেকে দয়া অনুগ্রহ স্বরূপ ; যারা শোকার করে তাদেরকে আমি এরূপই প্রতিদান দিয়ে থাকি ।

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا

৩৬. আর নিঃসন্দেহে তিনি (লূত) আমার পাকড়াও সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সতর্কীকরণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলো । ৩৭. আর তারা তো তাঁকে (লূত-কে) তাঁর মেহমানদের ব্যাপারে ফুসলিয়েছিলো, তখন আমি অন্ধ করে দিলাম ।

أَعْيَيْنَاهُمْ فَلَنُوقُوا عَذَابِي ۖ وَنَذَرْنَا لِقَوْمِهِمْ بُكْرَةً عَنِ ابِّ مُسْتَقَرٍّ ۖ

তাদের চোখগুলো ; (এবং বললাম) অতএব আমার আযাব ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ করো । ৩৮. আর নিঃসন্দেহে অতি ভোরে তাদের ওপর আপতিত হলো এক বিরামহীন আযাব ।

আল-ছাড়া ; آل-পরিবার ; لُوط-লূতের ; نَجَّيْنَاهُمْ-আমি তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম ; سَحْر-রাতের শেষভাগে । ৩৫. نِعْمَةٌ-দয়া অনুগ্রহ স্বরূপ ; مِّن-থেকে ; عِندِنَا-আমার পক্ষ ; كُنَّا-এরূপই ; كَرْبِئِي-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; مِّن-তাদেরকে যারা ; شَرِّ-শোকার করে । ৩৬. وَأَنْذَرَهُمْ-আর ; أَنْذَرَهُمْ-নিঃসন্দেহে তিনি (লূত) তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ; بَطْشَتَنَا-আমার পাকড়াও সম্পর্কে ; فَتَمَارَوْا-কিন্তু তারা সন্দেহ পোষণ করেছিলো ; بِالنُّذُرِ-সতর্কীকরণ সম্পর্কে । ৩৭. وَأَرَادُوهُ-আর ; رَاوَدُوهُ-তাঁর মেহমানদের ; عَنْ-ব্যাপারে ; ضَيْفِهِ-তখন আমি অন্ধ করে দিলাম ; أَعْيَيْنَاهُمْ-(أَعْيَيْنَاهُمْ)-তাদের চোখগুলো ; فَلَنُوقُوا-আমার আযাব ; عَذَابِي-অতএব তোমরা মজা ভোগ করো ; وَنَذَرْنَا-আর নিঃসন্দেহের তাদের ওপর আপতিত হলো ; لِقَوْمِهِمْ-অতি ভোরে ; بُكْرَةً-এক আযাব ; مُسْتَقَرٍّ-বিরামহীন ।

২২. 'কাওমে লূতের ঘটনা ইতিপূর্বে সূরা হুদ-এর ৭৭ থেকে ৮৩ আয়াত এবং সূরা হিজর-এর ৬১ থেকে ৭৪ আয়াতে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে । এ জাতি এমন এক অপকর্মের সূচনা করেছিলো, যা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে আর কোনো মানুষ করেনি । এরা বালকদের সাথে কুকর্মে অভ্যস্ত ছিলো । আব্রাহাম তাদের পরীক্ষার জন্য কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে লূত আ.-এর নিকট পাঠান । দুর্বৃত্তরা বালকবেশী ফেরেশতাদের সাথে অপকর্মের মানসে লূত আ.-এর গৃহে উপস্থিত হয় । লূত আ. ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন ; কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা দেয়াল উপক্রে ভেতরে ঢুকতে থাকে । লূত আ. নিজেকে অসহায় বোধ করলে ফেরেশতারা তাদের আসল পরিচয় দিয়ে তাঁকে অভয় দিয়ে বলে—‘আপনি

﴿فَذُوقُوا عَذَابَ آدَمَ وَنُذُرٍ ۖ وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ هُمْ مِنْ مَذْكُورٍ﴾

৩৯. অতএব আমার আযাব ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ করো। ৪০. আর নিঃসন্দেহে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

﴿عَذَابَ آدَمَ﴾-আমার আযাব (عَذَابُ+آدَمَ)-অতএব মজা ভোগ করো ; ﴿وَنُذُرٍ﴾-সতর্কীকরণের ; ﴿وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ﴾-আর নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ; ﴿لِلَّذِينَ هُمْ مِنْ مَذْكُورٍ﴾-কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য ; অতএব আছে কি ? কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ।

চিন্তিত হবেন না, এরা আমাদের নিকটেই আসতে পারবে না। আমরা ওদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তারপর ফেরেশতারা দুর্বৃত্তদের চোখ অন্ধ করে দেয়। ফলে তারা অন্ধকারে ঘরের দরজা খুঁজে ফিরতে থাকে। ফেরেশতারা লূত আ.-কে ভোর হওয়ার আগেই পরিবার-পরিজন নিয়ে সেই এলাকার বাইরে চলে যেতে বলে। লূত আ. সপরিবারে রাত থাকতেই এলাকা ত্যাগ করেন। অতপর আল্লাহ এ অপরাধী জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

২য় রুকু' (২৩-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সর্বযুগে রিসালাতকে অবিশ্বাসী মানুষ তাদের বিশ্বাস ও কর্মের সপক্ষে একই অজুহাত উত্থাপন করেছে। সামুদ জাতিও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী সালেহ আ.-কে একই অজুহাত উত্থাপন করে তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। মক্কার কুরাইশ-কাফিররাও মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীনকে একই অজুহাতে অমান্য করেছে।

২. আজও যারা ইসলামকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে, তারাও বিভিন্ন আঙ্গিকে সেই পুরোনো খোড়া মিথ্যা অজুহাত পেশ করছে।

৩. লূত আ.-এর কাওমও আল্লাহর নবী লূত আ.-এর সাথে ইঠকারিতায় সীমালংঘন করেছে ; পৃথিবীতে এরা ছিলো সমকামিতার মতো জঘন্য কুকর্মের সূচনাকারী।

৪. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সকল অপরাধী জাতির পরিণতি একই হতে বাধ্য। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান। আর আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই।

৫. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজ করে পেশ করেছেন, যাতে সর্বকালে সকল পর্যায়ের মানুষই সহজেই কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে পারে।

৬. যেসব জাতি আল্লাহর দীন মানতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের কঠোর আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর আখিরাতের শাস্তি তো তাদের জন্য নির্ধারিত আছেই।

৭. আল্লাহ নূহ আ.-এর জাতিকেই জলোচ্ছাস ও ঝড়-বুষ্টি দিয়ে ; 'আদ জাতিকে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান দিয়ে এবং সামুদ জাতিকে বিকট বজ্রধ্বনি দিয়ে এবং কাওমে লূতকে পাথর বর্ষণকারী-ঝড়ো বাতাস দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৮. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর অনুগত ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করেন, যেমন লূত আ.-এর পরিবার ও তাঁর অনুসারীদেরকে রক্ষা করেছেন।

৯. লূত আ.-এর জাতির করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষণীয় উপদেশ হলো আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহর নবীর আনীত দীন মেনে চলতে হবে।

সূরা হিসেবে রুক'-৩
পারা হিসেবে রুক'-১০
আয়াত সংখ্যা-১৫

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ﴾ ৪১. ۞ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ

৪১. আর নিঃসন্দেহে ফিরআউন-সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন। ৪২. (কিছু) তারা আমার সকল নিদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম

أَخَذْنَاهُمْ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ৪৩. ۞ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيكُمْ أَلَا لَكُمْ بَرَاءَةٌ

পরাক্রমশালী মহাশক্তিধরের পাকড়াও। ৪৩. তোমাদের (যুগের) কাফিররা কি তোমাদের আগেকার (যুগের) কাফিরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না-কি তোমাদের জন্য মুক্তির সনদ রয়েছে

فِي الزَّبْرِ ৪৪. ۞ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرُونَ ৪৫. ۞ سِيَهْزَأُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ

আসমানী কিতাবসমূহে। ৪৪. না-কি তারা বলে—‘আমরা একটি সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল’। ৪৫. খুব শীঘ্রই দলটি পরাজিত হবে এবং পালিয়ে যাবে

৪১. আর ; (ল+দ+জা)-নিঃসন্দেহে এসেছিলেন ; স-সম্প্রদায়ের কাছেও ; ﴿وَلَقَدْ جَاءَ﴾-ফিরআউন ; ﴿النَّذِيرُ﴾-সতর্ককারীগণ। ৪২. (কিছু) তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; ﴿كَذَّبُوا﴾-আমার নিদর্শনকে ; ﴿بِآيَاتِنَا﴾-সকল ; ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾-সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; ﴿أَخَذْنَاهُمْ﴾-পরাক্রমশালী ; ﴿عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾-তোমাদের (যুগের) কাফিররা কি ; ﴿أَكْفَارُكُمْ﴾-তোমাদের (যুগের) আগেকার (যুগের) কাফিরদের ; ﴿خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيكُمْ﴾-না-কি ; ﴿بَرَاءَةٌ﴾-মুক্তির সনদ ; ﴿فِي الزَّبْرِ﴾-আসমানী কিতাবসমূহে। ৪৪. না-কি ; ﴿يَقُولُونَ﴾-তারা বলে ; ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرُونَ﴾-আমরা ; ﴿جَمِيعٌ﴾-একটি সংঘবদ্ধ দল ; ﴿منتصرين﴾-বিজয়ী। ৪৫. খুব শীঘ্রই পরাজিত হবে ; ﴿سِيَهْزَأُ الْجَمْعُ﴾-এবং ; ﴿وَيُولُونَ﴾-পালিয়ে যাবে ;

২৩. অর্থাৎ আগেকার যেসব কাফির তাদের নবীদের অমান্য করার কারণে কঠোর আযাবে পতিত হয়েছে, তাদের চেয়ে এমন কি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে যে, তোমরা শেষ নবীর আনীত দীন অমান্য করে অনুরূপ কুফরীতে লিপ্ত থেকেও আযাব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে—কক্ষণো নয়—তোমরাও অতীতের কাফিরদের মতো আযাবে পতিত হবে। তাদের কুফরী থেকে তোমাদের কুফরীর আলাদা এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তোমাদেরকে

الدُّبُرُ ﴿٨٩﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرٌ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ

পৃষ্ঠ দেখিয়ে।^{২৪} ৪৬. বরং কিয়ামত-ই হলো তাদের (শাস্তির) ওয়াদাকৃত সময়, আর কিয়ামত বড়ই কঠোর ও অধিক তিক্ত সময়।^{২৫} ৪৭. নিশ্চয়ই অপরাধীরা পড়ে আছে

فِي ضُلَيْ وَسَعْرٍ ۖ يَوْمًا يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا

গুমরাহী ও পাগলামীতে। ৪৮. যেদিন তাদেরকে তাদের মুখমণ্ডলের ওপর টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে (সেদিন বলা হবে)—মজা ভোগ করো

موعداً) - مَوْعِدُهُمْ ; ই হলো - السَّاعَةُ - কিয়ামত - بَلْ (৪৬) দেখিয়ে। পৃষ্ঠ - الدُّبْرِ
 (হম) - তাদের (শাস্তির) ওয়াদাকৃত সময় ; وَ - আর ; السَّاعَةُ - কিয়ামত ; اَذْهَى - বড়ই
 কঠোর ; وَ - ও ; وَ - অধিক তিক্ত সময়। اِنْ (৪৭) - নিশ্চয়ই ; الْمُجْرِمِينَ - অপরাধিরা ;
 يُسْخَبُونَ ; يَوْمَ (৪৮) - যেদিন ; سَعُرَ - ও ; وَ - পড়ে আছে গুমরাহী - فِي -
 তাদেরকে টেনে-হেচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ; فِي النَّارِ - (ফী+ال+نار) - জাহান্নামে ;
 عَلَى - উপর ; وَجُوهِهِمْ - (وجوه+هم) - তাদেরকে মুখমণ্ডলের ; ذُوقُوا - (সেদিন বলা
 হবে) - মজা ভোগ করো ;

আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে। এ কথাগুলো মক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ মক্কার কাফির কুরাইশরা যদিও এখন নিজেদের সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল হিসেবে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে, তারা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলায় পেছন ফিরে পালাবে। হিজরতের পাঁচ বছর আগে এমন এক সময়ে মুসলমানদেরকে এ ভবিষ্যদ্বাণী শোনানো হয়েছে, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, মুসলমানদের সামনে এমন এক অনুকূল অবস্থা আসবে। কারণ মুসলমানদের তখনকার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন, কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে তাদের অনেক লোককে হাবশায় হিজরত করতে হয়েছে। অবশিষ্ট মুসলমানরা কুরাইশদের বয়কট-অবরোধের শিকার হয়ে আবু তালিব গিরিসংকটে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কল্পনাও করতে পারার কথা নয় যে, মাত্র সাত বছরের মধ্যেই অবস্থা আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তব হয়ে দেখা দেবে। ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রা. প্রায়ই বলতেন যে, এ আয়াত নাযিল হলে আমি হযরান হয়ে গেলাম—এ সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল কোন্টি যারা সহসা পরাজিত হয়ে পালাবে। অতপর বদর যুদ্ধে আমি যখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ সা. বর্ম পরিহিত অবস্থায় কাফিরদের ওপর অভিযান পরিচালনা করছেন আর তাঁর যবান মুবারকে উচ্চারিত হচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আয়াতে বদরের পরাজয়ের খবরই সাত বছর আগে দেয়া হয়েছিল।

مَسَّ سَقَرٍ ۝۸۹ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝۹ۦ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ۝

আগুনের স্পর্শের । ৪৯. আমি অবশ্যই প্রত্যেকটি বস্তুকে তাকে সুনির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি । ৫০. আর আমার নির্দেশ তো এক মুহূর্তের ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়—

كَلِمَةٍ بِالْبَصَرِ ۝۹ۧ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَّذْكُرٍ ۝

চোখের একটি পলকের মতো । ৫১. আর নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে, অতএব আছে কি (এ থেকে) কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

‘স্পর্শের’-মَسَّ; ‘আগুনের’-سَقَرٍ; ‘আমি অবশ্যই’-إِنَّا; ‘প্রত্যেকটি’-كُلٍّ; ‘বস্তুকে’-شَيْءٍ; ‘সুনির্ধারিত পরিমাণে’-(ب+قدر)-بِقَدَرٍ; ‘তাকে সৃষ্টি করেছি’-(خَلَقْنَا+ه)-خَلَقْنَاهُ; ‘আর’-وَا; ‘কিছু নয়’-مَا; ‘আমার নির্দেশতো’-(أَمْرُنَا)-أَمْرُنَا; ‘এক মুহূর্তের ব্যাপার’-وَاحِدَةٌ; ‘চোখের’-بِالْبَصَرِ; ‘একটি পলকের মতো’-(ك+لمع)-كَلِمَةٍ; ‘আর’-وَا; ‘নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি’-أَشْيَاعَكُمْ-أَشْيَاعَكُمْ; ‘তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে’-(ف+هَل)-فَهَلْ; ‘অতএব আছে কি’-مِنْ; ‘(এ থেকে) কোনো’-مِنْ; ‘উপদেশ গ্রহণকারী’-مَذْكُرٍ।

২৫. অর্থাৎ কিয়ামত সবচেয়ে ভয়াবহ, কঠোর এবং সবচেয়ে তিক্ত ও অপছন্দনীয় ঘটনা। ‘আদহা’ অর্থ সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠোর। আর ‘আমারকন’ অর্থ সবচেয়ে তিক্ত। শব্দটি ‘মুরকন’ শব্দ থেকে উদ্ভূত।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি ছোট-বড় বস্তুকে উপযোগিতা অনুসারে যথাযথ পরিমাপ ও পরিমাণে তৈরী করেছেন। কোনো জিনিস-ই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে বিনা পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেননি। ‘কাদার’ শব্দটি আল্লাহর নির্ধারিত ‘তাকদীর’ বা বিধিলিপি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের আলোকে মুফাসসিরীনে কিরাম আয়াতের অর্থ করেছেন—“আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার ‘তাকদীর’ অনুসারে সৃষ্টি করেছি।” অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেই তার বিলুপ্তি ঘটবে। এ তাকদীরের আবেষ্টনী থেকে এ বিশ্বজগতও মুক্ত নয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এ জগতেরও বিলুপ্তি অবশ্যই ঘটবে।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে ‘তাকদীর’ অন্যতম। তাকদীরকে সরাসরি অস্বীকারকারী ‘কাফির’। আর দ্ব্যর্থবোধক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অস্বীকারকারী ফাসিক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কিছু লোক ‘মজুসী’ তথা অগ্নিপূজক কাফির থাকে ;

﴿٢٢﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّيْرِ ﴿٢٣﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ

৫২. আর প্রত্যেকটি বিষয়—যা তারা করেছে—আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। ৫৩. —এবং ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ই লিখিত আছে।” ৫৪. আর অবশ্যই মন্তাকীরা

فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ۖ فِي مَقْعِدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারাসমূহের মধ্যে থাকবে। ৫৫. যথাযথ মর্যাদার আসনে, সর্বময় শক্তির মালিকের সমীপে।

ফী ; যা তারা করেছে ; -فَعَلُوا(হা-فَعْلُوْهُ) ; বিষয় : شَيْءٍ ; প্রত্যেকটি : كُلٌّ ; আর : وَ ④২
 ; প্রতিটি বিষয় : كُلٌّ ; এবং : وَ ④৩ । আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে (ফী+আল+জির)-الزَّيْرُ
 - الْمُتَّقِينَ অবশ্যই ; اِنَّ ④৪ । লিখিত আছে : مُسْتَطَرٌ ; বড় : كَبِيرٌ ; ও : وَ ; ছোট : صَغِيرٌ
 ④৫ । ঋণধারাসমূহের : نَهْرٌ ; ও : وَ ; বাগ-বাগিচা : جَنَّتْ ; মধ্যে থাকবে : فِيْ ; মুতাকীররা
 -مُقْتَدِرٍ মালিকের : مَالِكٍ ; সমীপে : عِنْدَ ; যথাযথ মর্যাদার : حِدَقِ ; আসনে : فِيْ مَقْعَدٍ
 সর্বময় শক্তিদ্বারা ।

আমার উদ্ভবের অগ্নিপূজক হলো তারা, যারা 'তাকদীর' বিশ্বাস করে না। এরা অসুস্থ হলে খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশ গ্রহণ করো না। (ব্রহ্মল মাতানী)

২৭. অর্থাৎ তাকদীর অনুসারে কিয়ামত সংঘটনের জন্য আমার কোনো দীর্ঘ প্রতুতির প্রয়োজন হবে না। চোখের পলক ফেলার মতো সময়ের মধ্যেই আমার নির্দেশ কার্যকর হয়ে যাবে।

২৮. অর্থাৎ তোমাদের মতো আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী এবং তোমাদের চেয়ে সবদিক দিয়ে শক্তিমান অনেক জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, তোমরা যা ইচ্ছে করেই যাবে, তোমাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই।

২৯. অর্থাৎ মানুষের ছোট-বড় সকল কৃতকর্মের রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। কোনো কাজেই হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আর এ সংরক্ষিত রেকর্ড যথাসময়ে তাদের সামনে হাজির করা হবে।

‘ওয় রুকু’ (৪১-৫৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ সূর্যতে অতীতের পাঁচটি শক্তিশালী প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির পরিণতি উল্লেখ করে বারবার বলেছেন যে, আমার শান্তি ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ কর। এ থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য।

২. পাঁচটি জাতির প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে নূহ আ-এর জাতির। কারণ তারাই ছিল বিশ্বের সর্ব প্রথম জাতি যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৩. ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি হিসেবে বাকী যাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তারা হলো—আদ জাতি, সামূদ জাতি ও লূত আ.-এর জাতি এবং সর্বশেষ ফিরাউনের সম্প্রদায়।

৪. আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে অতীতের এসব শক্তিশালী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি বর্তমানকালের আপাত শক্তিদর অপরাধী জাতিগুলোও নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫. কোনো অপরাধী জাতি-ই তার অপরাধের জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এটা যেমন অতীতে পারেনি তেমনি আজ এবং আগামীকালও পারবে না।

৫. অপরাধী জাতিগুলোকে পাকড়াও করার চূড়ান্ত সময় হলো কিয়ামত। তবে কিয়ামতের সংঘটনকাল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

৭. কোনো যুগের কাফিরই আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না—এটা আল্লাহর ওয়াদা, সুতরাং বাতিলের সাময়িক উত্থানে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

৮. কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠিন থেকে কঠিন বিপদজনক এবং খুবই তিক্ত ও বিস্বাদজনক ঘটনা। সুতরাং এটাকে খেলা ও গুরুত্বহীন মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

৯. যারা কিয়ামতকে উপেক্ষা করে যাচ্ছেতাই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট ও মস্তিষ্ক বিকৃত। কিয়ামতের দিন উল্লিখিত বিকৃত মস্তিষ্ক পথভ্রষ্টদেরকে উপড় করে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

১০. আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুকে একটি সুনির্ধারিত মেয়াদ এবং পরিমিতিতে সৃষ্টি করেছেন—এটাই তার তাকদীর—এর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারে না।

১১. তাকদীরে বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্যতম। তাকদীর অস্বীকারকারী কাফির।

১২. কিয়ামত সংঘটনের আল্লাহর একটিমাত্র নির্দেশ-ই যথেষ্ট; যা চোখের একটি পলক ফেলার সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে যাবে।

১৩. অতীতের অস্বীকারী জাতিসমূহের ধ্বংস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

১৪. মানুষের কৃতকর্মের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ই আমলনামায় সংরক্ষণ থেকে বাদ থাকবে না—কিয়ামতের দিন সবই তার সামনে উপস্থাপিত হবে।

১৫. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী সৎকর্মশীল বান্দাহগণ অবশ্যই বাগ-বাগিচা ও ঋণাধারার মধ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবেন।

১৬. সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহগণ নিঃসন্দেহে আল্লাহর দরবারে যথাযথ মর্যাদার আসনে থাকবে।

